সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ একাদশ সংখ্যা ❑ ফাল্গুন-১৪২৭, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮

দেশে গমের চাষ উৎপাদন .... ৩ | রামপুরে কৃষক-কৃষানিদের সাথে .... ৪ | বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি ... ৫ | সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায়.... ৬ | করোনাকালে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে... ৭

‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করবে : বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বগুড়ায় বঙ্গবন্ধুর শস্যচিত্র পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ দেশের সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করবে বলে উল্লেখ করেছেন ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের’ প্রধান উপদেষ্টা ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীন দেশটি পেয়েছি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূল সংগঠক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে সরকার : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, এক সময় দেশে গবেষণার প্রায় পুরোটাই ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষিগবেষণায় ও কৃষির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উদারভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। সেজন্য প্রযুক্তিতে বিদেশ নির্ভরতা কমাতে হবে। গবেষণা সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাগসই দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা কৃষিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষি অপার সম্ভবনাময়। করোনাকালীন সময়ে সরকারের কৃষি কার্যক্রম সারাবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। সরকারের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা কৃষিকে আরও আধুনিক ও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিভিন্ন ফসল সিনকোনাইজড চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষিকে সমৃদ্ধ করতে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৩৮তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে নব যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটোরিয়ামে ৩৮তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে নব যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি নব যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, কৃষি সব সময়ই একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। নতুন নতুন সমস্যা আসবে। সেসব সমস্যা মোকাবিলা ও কৃষির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সকলকে কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান হয়ে কাজ করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও নিবেদিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আবদুল মান্নান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

চান্দিনা উপজেলায় বিনা সরিষা-৯ এর মাঠ দিবস

বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্র, কুমিল্লা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), চান্দিনা উপজেলার আয়োজনে, বিনা উদ্ভাবিত স্বল্প জীবনকাল ও উচ্চফলনশীল সরিষার জাত বিনাসরিষা-৯ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, চান্দিনা ছাইকোট গ্রামে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাঠ দিবস পালন করা হয়। মাঠ দিবসে বক্তারা বলেন বিনা সরিষা-৯ জাতটি অল্টারনারিয়া জনিত পাতা ও ফলের ঝলসানো রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল। বীজের রং লালচে কালো ও বীজে তেলের পরিমাণ ৮৩% এবং জীবনকাল ৮০-৮৪ দিন। মাঠ দিবসে ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা এর সভাপতিত্বে জুম অ্যাপের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. শহীদুল হক, উপপরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা; কৃষিবিদ মো. আমানুল ইসলাম, মনিটরিং অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা; কৃষিবিদ মোহাম্মদ জুয়েল সরকার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষিবিদ অর্পিতা সেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা। *মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে

প্রথম পাতার পর

ও অবিসংবাদিত নেতা। একই সাথে, বঙ্গবন্ধু ছিলেন কৃষি ও কৃষকের অকৃত্রিমবন্ধু। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠনে প্রথমেই গুরুত্ব দেন কৃষি উন্নয়নের কাজে। ডাক দেন সবুজ বিপ্লবের। ফলে, বঙ্গবন্ধু আমাদের হৃদয়ে যেমন আছেন তেমনি বাংলার আকাশে বাতাসে আছেন। এ দেশের সবুজ শ্যামল ভূমির প্রতিটা কণা, শস্যখেতসহ সকলক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পাই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফসলের খেতে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্রে তুলে ধরেছি। এটা একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম। এর মাধ্যমে দেশের সকল মানুষ সশরীরে বা মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে শস্যখেতে দেখতে পারবেন। আমি মনে করি, এটি দেখে বর্তমান প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মসহ সকলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও চেতনায় অনপ্রাণিত হবে।

বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও কৃষিমন্ত্রী ১৪ মার্চ ২০২১ রবিবার বগুড়ার শেরপুরে বালেন্দা গ্রামে ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন। শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় ১০০ বিঘা আয়তনের ধানখেতে ফুটিয়ে তোলা ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ এখন গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্রে হিসাবে স্বীকৃতির প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একটি মহাকাব্য। আর এ মহাকাব্যের মহানায়ক হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূল সংগঠক ও অবিসংবাদিত নেতা। তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক। বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ সংগ্রাম-লড়াই এর মধ্য দিয়ে দেশের সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে এটা আনন্দের কথা যে, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথেই অগ্রসর হচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর আলোকবর্তিকা তাঁর সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। প্রধানমন্ত্রী দেশকে মর্যাদা ও সম্মানে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ জাতিতে রূপান্তর করবো।

শেরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান মজনুর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য সাহাদারা মান্নান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, সাবেক মহাপরিচালক মো: হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বগুড়ার জেলা প্রশাসক জিয়াউল হক, পুলিশ সুপার মো: আলী আশরাফ ভূইয়া, 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু' জাতীয় পরিষদের সদস্যসচিব মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রাগিবুল হাসান ও আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিক।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

দেশে গমের চাষ উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট নশিপুর দিনাজপুরে গমের মাঠ পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী উচ্চফলনশীল গমের নতুন জাতের মাধ্যমে দেশে গমের চাষ ও উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে উল্লেখ করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, দেশে দিন দিন গমের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়া গম চাষের জন্য খুব উপযোগী না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশে উৎপাদন করা চ্যালেঞ্জ সম্মুখীন। দেশে আগে গমের অনেকগুলো জাত জনপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু সেগুলো সহজেই ব্লাস্টসহ নানা রোগে আক্রান্ত হতো। নতুন উদ্ভাবিত জাত যেমন বারি গম-৩৩সহ আরও কয়েকটি জাত ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী। এ উচ্চফলনশীল জাতগুলোর সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই দিনাজপুরে জাতগুলোর উন্নত বীজ উৎপাদন করে সারা দেশে চাষে ব্যবহৃত হবে। এর ফলে দেশের বিরাট এলাকা গম চাষের আওতায় আসবে ও উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৪ মার্চ ২০২১ সোমবার দিনাজপুরের নশিপুরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটে গম ও ভুট্টার চলমান গবেষণা মাঠ পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন। এ সময় হুইপ ইকবালুর রহিম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. এছরাইল হোসেন, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদল্লাহ, ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, বারির মহাপরিচালক নাজিরুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র-সিমিটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি টিমোথি জে. ক্রুপনিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, রংপুর

রাজশাহীতে "কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের

৬ পৃষ্ঠার পর

"বৈশ্বিক করোনাকালীন পরিস্থিতিতে আধুনিক কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, রাজশাহী বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি এবং কৃষক-কৃষানি অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ মো: আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের দ্বিতীয় সফলতম নারী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রোজেক্টের আওতায় 'করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে' বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিতে নারীর অবদানঃ চ্যালেঞ্জ ও উত্তোরণের উপায়' শীর্ষক এক কর্মশালা ৮মার্চ ২০২১ সকাল ১০টায় বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মশালা উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। এ দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী, তিনি শুধু নারী না বিশ্বের দ্বিতীয় সফলতম নারী। করোনা মোকাবেলায় বিশ্বের ৩ জন সেরাদের মধ্যে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মা যেমন আমাদেরকে পৃথিবীতে এনেছেন তেমনিভাবে একজন নারী ফসলের বীজ বপনের মাধ্যমে কৃষি কাজের সূচনা করেছিলেন। কৃষি বান্ধব সরকারের নীতি হলো এ সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। যেখানে আগে কৃষিতে ৬০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ ছিল এখন তা বেড়ে ৭০ ভাগে এসে দাড়িয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারীরা যাতে আরো বেশী পরিমাণে সুযোগ সুবিধা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ চেয়াম্যান স্বপন দাশ কর্মশালায় সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জি এম এ গফুর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাগেরহাট উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলাম, ফকিরহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ তানভীর রহমান ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসাঃ তহুরা খানম। গেস্ট অব অনার ও সাবেক ডিএই মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আইয়ুব আলী। ফকিরহাট উপজেলা কৃষি অফিসের ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী এ কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তাসহ নানান শ্রেণী পেশার দুইশত জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর আগে প্রধান অতিথিসহ অনান্য অতিথিবৃন্দ নিরাপদ ফসল উৎপাদনে নারীর অবদান, বাণিজ্যিক কৃষিতে নারী, পারিবারিক ডাক্তার নারীসহ ১২টি স্টলে নারীদের বিভিন্ন কর্মসূচী প্রত্যক্ষ করেন। পরে অতিরিক্ত সচিব জেলার কচুয়া উপজেলায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

শেখ ফজলুল হক মনি, কৃতসা, খুলনা

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে

রামপুরে কৃষক-কৃষানিদের সাথে কৃষি সচিবের সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় নিরাপদ সবজি উৎপাদন আইপিএম মডেল ইউনিয়ন স্থাপন করেছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ২১ ময়মনসিংহ জেলাস্থ ত্রিশাল উপজেলার বীররামপুর চরপাড়ায়, কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, ডিএই খামারবাড়ি, ঢাকা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত, কৃষক-কৃষানিদের সাথে সচেতনতামূলক আলোচনা সভায় সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, "দেশের করোনা পরিস্থিতিতেও কৃষক-কৃষানিসহ কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। মানসম্মত নিরাপদ সবজি উৎপাদন করতে পারলে তা বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কৃষি মন্ত্রণালয়, আইপিএম মডেল ইউনিয়ন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, আমাদের দেশের কৃষক- কৃষানিগণ অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈবসার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করেও ফসল উৎপাদন করা যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই এআইপিএম মডেল ইউনিয়ন। উক্ত সচেতনতামূলক আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিল, ডিএই ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: আব্দুল মাজেদ, ডিএই ময়মনসিংহ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মতিউজ্জামান, কৃষি বিভাগের জেলা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিকগণ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ কৃষক-কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, ময়মনসিংহ

পুষ্টি কর্নার ঃ আনারস

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

আনারস অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও মজাদার একটি ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন, ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আনারসে জলীয় অংশ ৯২.৪ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩০ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৬.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৮ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১৮৩০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.১১ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ২১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। পাকা ফল বলবৃদ্ধি করে, কফপিত্ত বর্ধক, পাচক ও ঘর্মকারক।

কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে সরকার

প্রথম পাতার পর

চাষাবাদ, উপকরণ ব্যবহার ও অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদনসহ সকল কৃষিপ্রযুক্তি নিজেদেরকে আরও বেশি উদ্ভাবন ও তা দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণ করতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৭ মার্চ ২১ রবিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) আয়োজিত সংস্থাটির 'সার্বিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

এ সময় কেজিএফকে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের নির্দেশ দেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। কৃষি মন্ত্রী বলেন, সরকার কেজিএফকে যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে-সে লক্ষ্য অর্জনে অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। যেনতেন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ দিলে চলবে না। চরাঞ্চল, উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা, পাহাড় বা হাওড়ের প্রতিকূল এলাকায় কিভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট, লক্ষ্য নির্ধারণী ও ফলাফল নির্দিষ্ট গবেষণা করতে হবে। একই সাথে, প্রকল্প ব্যায়ন, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমকেও শক্তিশালী করতে হবে। কেজিএফের গবেষণা থেকে বা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বা ফলন বৃদ্ধি কতটুকু হয়েছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেজিএফের চেয়ারম্যান ও বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেজিএফের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (হর্টিকালচার) ড. শাহাবুদ্দীন আহমদ। কেজিএফের সার্বিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর উপস্থাপনা করেন কেজিএফের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর এবং বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, কৃষিখাত, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতে গবেষণা এবং উন্নয়নে কেজিএফ কাজ করে। সভায় জানানো হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৪টি প্রকল্পের বিপরীতে কেজিএফের বরাদ্দ ছিল ৪৫ কোটি টাকা। আর চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬৪টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ আছে ৩২ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

আমদানি নির্ভরতা কমাতে ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে

শেষ পাতার পর

দেশে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে বাণিজ্যিকভাবে ভুট্টার তেল উৎপাদন করতে পারলে একদিকে যেমন বিদেশ থেকে তেল আমদানি হ্রাস পাবে অন্যদিকে তেলের দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসলে দেশের কৃষক লাভবান হবে। পাশাপাশি, দেশের মানুষের পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসময় উদ্যোক্তাদের ভুট্টার তেল উৎপাদনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যে জানা যায়, উন্নত বিশ্বে ভুট্টা থেকে স্টাচ, ইথানল, জৈব জ্বালানি, তেল উৎপাদনসহ রয়েছে আরো বহুমুখী ব্যবহার। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৫২টি দেশে ভুট্টা থেকে উৎকৃষ্ট মানের ভোজ্য তেল উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়। ভুট্টাতেল স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ। এতে কোন আমিষ বা শর্করা নেই, শতকরা ১০০ ভাগই চর্বি বিদ্যমান যার পুষ্টিমান অন্যান্য তেলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। ভুট্টা তেলে বিদ্যমান সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেলের সমপরিমাণ। ভুট্টা তেলে ভিটামিন ই (টোকোফেরল) এর পরিমাণ সূর্যমুখী তেলের চেয়ে বেশি। বিশেষত: ভুট্টা তেলে ভিটামিন কে (১.৯ মাইক্রো গ্রাম) রয়েছে যেখানে সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেলে তা অনুপস্থিত। এছাড়াও সালাদ, বিস্কুট, চানাচুর, কেক, পাউরুটি, মাখন তৈরি করতে ভুট্টা তেল ব্যবহৃত হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন সর্বমহলে স্বীকৃত

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও সভাপতি, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (ATECC)

কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (ATECC) খরিফ-১/২০২১ ৮ম সভা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট ঢাকা এর ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও সভাপতি, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (ATECC)।

তিনি সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল হতে প্রকাশিত ১০০টি কৃষি প্রযুক্তি এটলাস প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা। যার ফলে এখন বাংলাদেশে কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন সর্বমহলে স্বীকৃত।

অনুষ্ঠানে জনাব এ.কে.এম মনিরুল আলম, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই ও সদস্যসচিব, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (ATECC) সভাটি উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আমজাদ হোসেন প্রমুখ। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৪টি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সভায় জনাব মো. আব্দুল মজিদ, উপপরিচালক (সম্প্রসারণ), ডিএই সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ পাওয়ার পয়েন্টে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

কৃষিবিদ মো. আব্দুল মজিদ, উপপরিচালক, ডিএই

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা

প্রথম পাতার পর

প্রণোদনার আওতায় আনা হচ্ছে। ১ মার্চ ২০২১ দুপুরে মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ট্রপিক্যাল ও সাব ট্রপিক্যাল হওয়ায় সারা বছরই প্রায় সব ধরনের ফল উৎপাদন করা সম্ভব। কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের সহায়তার মাধ্যমে বছরব্যাপী ফল উৎপাদন করা হলে আমাদের পুষ্টি ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। তিনি পেঁয়াজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কৃষিকে এগিয়ে নিতে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ এ কর্মশালায় সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. শাহাজাহান কবীর, মাদারীপুর জেলা প্রশাসক রহিমা খাতুন ও ডিএই খামারবাড়ি ঢাকার হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ ওহিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় কিনোট পেপার উপস্থাপন করেন, প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ মেহেদী মাসুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন, হর্টিকালচার সেন্টার মাদারীপুর উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ডিএই ফরিদপুর অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, এআইএস খুলনার আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, এটিআই ফরিদপুর ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৭০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে কৃষি সচিব টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন এবং উপজেলাধীন কুশলী গ্রামে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়েজিত বারি খেসারি-৩ শস্য কর্তন ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন।

অনাবাদি পতিত পাহাড়ের দুর্গম এলাকাতেও এখন কোন না কোন ফসল চাষ হচ্ছে

অনাবাদি পতিত পাহাড়ের দুর্গম এলাকাতেও এখন কোন না কোন ফসল চাষ হচ্ছে পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি এর আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে "Dissemination of Promising Horticultural Technologies of BARI : Varieties and Agro-techniques" বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এসব কথা বলেন। পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুন্সী রাশীদ আহ্‌মদ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা এবং উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক। ড. মোহাম্মদ আবু তাহের মাসুদ। খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ আল মালেকের সঞ্চালনায় প্রকল্পের কার্যক্রম এবং কর্মপন্থা উপস্থাপন করেন। প্রকল্প পরিচালক কর্মশালার টেকনিক্যাল পর্বে ড. মুন্সী রাশীদ আহ্‌মদ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পাহাড়ি অঞ্চলের উপযোগী ফসলের জাত ও কৃষি প্রযুক্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। কর্মশালায় বারি, বিএসআরআই, এআইএস, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ডিএই ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ কেআইবি ও এআইএস সদর দপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। *কৃষি তথ্য সার্ভিস*

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায় সমলয়ে চাষাবাদ এর শুভ উদ্বোধন

রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলায় রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদের শুভ উদ্বোধন ও মাঠ দিবস অদ্য ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কানাইঘাট, সিলেট এর উদ্যোগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সাতবাঁক ইউনিয়নের ভবানীগঞ্জ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. মশিউর রহমান এনডিসি কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), সিলেট বিভাগ, সিলেট। তিনি বলেন, প্রায় পতিটি রবি মৌসুমেই সিলেট বিভাগে কৃষি শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়, এ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকদের মাঝে হাইব্রিড জাতের বোরো ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমলয়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের ব্যয় ও শ্রম সাশ্রয় হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই এ প্রযুক্তি কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কৃষির বহুমুখীকরণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে জনাব সুমন্ত ব্যানার্জি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কানাইঘাট, সিলেট এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কৃষিবিদ জনাব দিলীপ কুমার অধিকারী, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। কৃষিবিদ জনাব মো. সালাহ্উদ্দিন, উপপরিচালক, ডিএই, সিলেট। জনাব আলহাজ আব্দুল মোমিন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কানাইঘাট, সিলেট।

আসাদুল্লাহ্, কৃতসা, ঢাকা

প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’

শেষ পাতার পর

জীবনমান উন্নয়নে যে কোনো ধরনের ইতিবাচক কৌশল গ্রহণে সময়োপযোগী ও গুণগত মানসম্পন্ন পরিসংখ্যানই কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে। কিন্তু বিবিএসের জন্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা অনেক কঠিন। নির্ভরযোগ্য তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা যায় সে উপায় পরিসংখ্যানবিদ ও বিবিএসের কর্মকর্তাদের খুঁজে বের করতে হবে। ইউরোপ, আমেরিকা বা পশ্চিমা বিশ্বে যে পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে, তা আমাদের দেশে কতটুকু কার্যকর তা খতিয়ে দেখা দরকার। দেশেরবৃহৎ জনগোষ্ঠী, জনগণের শিক্ষা, সামাজিক ও মানসিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে কীভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়– সে রকম নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। একই সাথে, বাস্তবতার আলোকে সংগৃহীত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে দেশে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ পালিত হয়েছে। পরিসংখ্যানের গুরুত্বকে সবার কাছে তুলে ধরতেই বিবিএসের এ আয়োজন। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, টেকসই উন্নয়নের উপাদান’ (Reliable Statistics, Part of Sustainable Development)। এখন থেকে প্রতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি পালিত হবে ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’।

কৃষি খাতে সঠিক তথ্যের গুরুত্ব উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন বিভিন্ন খাদ্যপণ্য বছরে কতটুকু উৎপাদিত হচ্ছে, চাহিদা কতটুকু বা উৎপাদন বছরে কতটুকু বাড়ছে এসবের প্রকৃত ও সঠিক তথ্য দরকার। সেটি করতে পারলে ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন অনেক ভাল ও সহজতর হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির সভাপতি ড. পিকে মো. মতিউর রহমান বলেন, দেশে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহে অনেক বাধা রয়েছে। সঠিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সামাজিক, মানসিক ও পারিবারিকসহ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধবতা মোকাবেলা করে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। সেজন্য তথ্য প্রদানকারীর সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি।

সভায় জানানো হয়, বিবিএস জরিপের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে কাজ করছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ হবে সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বা ই-সেন্সাস। কম্পিউটার অ্যাসিসস্টেড পার্সোনাল ইন্টারভিউ (সিএপিআই) ব্যবহৃত হবে এই সেন্সাসে।

অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসাবে ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রতিনিধি টোমো হোযুমি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

রাজশাহীতে “কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা” বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

কৃষি তথ্য সার্ভিস রাজশাহীর আয়োজনে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২১ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বেতার রাজশাহীর অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী *এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১*

করোনাকালে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে প্রথম এবং বিশ্বপরিমণ্ডলে ২০তম

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কৃষি মন্ত্রণালয়

করোনাকালে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে প্রথম এবং বিশ্বপরিমণ্ডলে ২০তম উল্লেখ করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব ওয়াহিদা আক্তার। তিনি বলেন ভয়াবহ অতিমারি করোনা কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ বিদেশের সকল সংস্থা কর্তৃক আমাদের মত দেশ সম্পর্কে মৃত্যুর মিছিল ও দুর্ভিক্ষের মতো সব আশঙ্কাকে পাদপীঠ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গাজীপুরস্থ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে (নাটা) তে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ দিনব্যাপী "করোনাকালে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক এক মনোজ্ঞ সেমিনারে প্রধান অতিথি এসব কথা বলেন।

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল মুঈদ এবং নির্ধারিত আলোচক ছিলেন জনাব রিনা রানী সাহা, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এবং ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান, গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। সেমিনার অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আরো ১৬টি প্রতিষ্ঠানসহ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শতাধিক পদস্থ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার শেষে সেমিনার সমন্বয়ক ড. মোঃ মঈন উদ্দিন, উপ-পরিচালক (ফুড টেকনোলজি), নাটা সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন, উপপরিচালক, নাটা

উৎপাদনের পাশাপাশি দরকার পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন তালুকদার- অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

উৎপাদনের পাশাপাশি দরকার পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ। এতে চাষিরা লাভবান হবেন। কৃষিও হবে টিকসই। ৬ মার্চ ২০২১ বরিশালের খামারবাড়িতে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল আমিন তালুকদার এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, সরকারের অগ্রাধিকার কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তা ছাড়া জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিস, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রফি উদ্দিন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন) ড. এ কে এম মিজানুর রহমান, বরিশালের জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ড. মো. নজরুল ইসলাম শিকদার, বিএডিসির (সেচ) নির্বাহী প্রকৌশলী চঞ্চল কুমার মিস্ত্রী, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, ডিএই বরিশালের অতিরিক্ত উপপরিচালক সাবিনা ইয়াসমিন, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার মো. তাজুল ইসলাম, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। *নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

খামারি ও উদ্যোক্তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা

শেষ পাতার পর

কৃষিবিদ ড. রাজ্জাক আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতোই বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি ও কৃষকবান্ধব। দেশের কৃষকদের প্রতি তাঁর রয়েছে পরম দরদ ও আন্তরিকতা। তিনি মায়ের মমতা দিয়ে এদেশের কৃষি ও কৃষককে আগলে রেখেছেন। এর অনন্য উদাহরণ হলো তাঁর উপহার হিসাবে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদেরকে প্রদেয় আজকের এই আর্থিক অনুদান।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪৭৬ জন খামারিকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ৫৬৮.৮৬ কোটি টাকা নগদ আর্থিক প্রণোদনা দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত খামারির সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৪০২জন ও ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষির সংখ্যা ৭৮ হাজার ৭৪জন। প্রদেয় অর্থ খামারিদের প্রদত্ত বিকাশ, নগদ এবং ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশালের কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

প্রথমবারের মতো এবার বরিশালের কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (এটিআই) ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। অতিথিদের কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইনস্টিটিউটের হলরুমে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সাবেক অধ্যক্ষ নিখিল রঞ্জন মণ্ডল। অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) পরিচালক (অব:) মো. মজিবুল হক মিয়া এবং অতিরিক্ত পরিচালক (অব:) মো. সাইনুর আজম খান। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বরিশালের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। *নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ একাদশ সংখ্যা
❑ ফাল্গুন-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সঠিক ও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান প্রস্তুতের জন্য নিজস্ব দেশীয় পদ্ধতি (মেথড) উদ্ভাবনের জন্য পরিসংখ্যানবিদ ও বিবিএসের কর্মকর্তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। একই সাথে, বাস্তবতার আলোকে সংগৃহীত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্যও আহ্বান জানান তিনি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ শনিবার সকালে ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনগণের

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রনালয় আয়োজিত বিএআরসি অডিটোরিয়ামে ১৭ মার্চ ২০২১ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আনন্দঘন পরিবেশে কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনা সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মাদ বখতিয়ার। এছাড়া সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ঘটনাবলী স্মৃতিচারণ এবং বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিতে বর্তমান কৃষির সাফল্যের উপর আলোচনা করেন বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি মন্ত্রনালয়ের আতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ ও উর্ধতন কমকর্তাবৃন্দ। এর আগে বিএআরসি চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিত্বে পুষ্পস্তবক অর্পন করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মো. মেসবাহুল ইসলাম নেতৃত্বে কর্মকতারাসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ। *প্রেস রিলিজ, কৃষি তথ্য সার্ভিস*

খামারি ও উদ্যোক্তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত থাকবে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশের মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের দারিদ্র্যবিমোচনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকার এ খাতের খামারি ও উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান অব্যাহতভাবে করে যাবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে, নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ দানাদার স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। সরকারের এখন লক্ষ্য হলো ‘দেশের মানুষের জন্য পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য’ নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে, সরকার মাছ, দুধ, ডিম, মাংস, ফলমূলসহ অন্যান্য পুষ্টিজাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিচ্ছে। এগুলোর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করে দেশের সকলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, প্রান্তিক মানুষের দারিদ্র্যবিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd